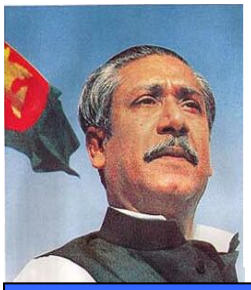

e½eÜ cwil` A‡±wjqv
Bangabandhu Society of Australia
Reg. No. Y2650818 ABN: 24508194656 Charity Reg: CFN17511
Address: 20 First Ave, Macquarie Fields , NSW 2564

President:
Mr Abdul Jalil
(: 9618 6131(H) 0400 344 754(M)
Email: jalila1@optusnet.com.au

General Secretary:
Mr Gausul Alam
(: 9750 5205 (H) 0413 088 479 (M)

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত

গত ১১ই জানুয়ারী ২০০৯ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ব্যপক সমারোহে সিডনীর গ্লেনফিল্ড কমিউনিটি হলে পালিত হলো বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চ পাকিস্থানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার সাথে সকল আলোচনা ভেঙ্গে পড়ার পর ২৫শে মার্চের কালো রাত্রীতে সামরিক জান্তা বাংলাদেশ (তথকালীন পূর্ব পাকিস্থান)-র উপর পশ্চিম পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী লেলিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে তারা হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা বিডিআর ক্যাম্প এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন সহ আপামর নিরীহ জনসাধারনের উপর এবং নির্বিচারে শুরু করে হত্যাযগ্ন্য। বঙ্গবন্ধু তখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থান করছিলেন। সামরিক জান্তার আক্রমনের খবর পেয়ে তিনি তৎক্ষনাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন এবং বেতার বার্তার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন, "THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TO-DAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH. FINAL VICTORY IS OURS." এরপর রাত ১:১০মি: এ হানাদার বাহিনী সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে অজানা স্থানে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্থানের লয়ালপুর কারাগারে অন্তরীন করে রাখে। হানাদারেরা দীর্ঘ নয় মাস বাংলাদেশের উপর নিঃষংশ ধ্বংসলীলা চালায়, অসংখ্য ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়, হত্যা করে ৩০ লক্ষ মানুষের তাজা প্রান এবং কেড়ে নেয় দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত। জনতা বঙ্গবন্ধুর আহবানে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, শুরু হয় সশস্র মুক্তিযুদ্ধ। লয়ালপুর কারাগারে গোপন বিচারের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং সামরিক জান্তা কারা প্রকৌষ্ঠের বাইরে কবর খুড়ে তুার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এরপর সামরিক জান্তা জনতার মুক্তিসংগ্রামের তীব্রতা, আন্তর্জাতিক চাপ এবং যুদ্ধোত্তর হানাদার বাহিনীর

পরিণতির কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সমগ্র জাতি গভীর উদ্বেগ, আকাঙক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কোনদিন বঙ্গবন্ধু তাদের মাঝে ফিরে আসবেন।

অবশেষে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী পাকিস্থানী জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব লন্ডন ও নয়াদিল্লী হয়ে ১০ই জানুয়ারী দুপর ২:৪৫মি: -এ দীর্ঘ দশ মাস পর স্বদেশের স্বাধীন সার্বভৌম মাটিতে পদার্পন করেন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হলেও এই দিনই বাঙ্গালী জাতি প্রথম আস্বাদ করে প্রকৃত স্বাধীনতা। তাই, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের গুরত্ব ব্যপক এবং ভিন্ন মাত্রিকতায় ব্যপ্ত। এই উপলব্ধি সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া এবার উদযাপন করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় দিন বদলের প্রত্যাশার আঙ্গিকে আয়োজিত এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি জনাব আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ম্যাককুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সভাপতি ডঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র আওয়ামী লীগ সদস্য গামা আব্দুল কাদির, আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সাধারন সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার সিরাজুল হক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সহ-সভাপতি মস্তোফা আনোয়ার পাশা, সদস্য ডঃ রতন লাল কুন্ডু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইমদাদুল হক, শিক্ষা ও গবেষনা সম্পাদক শামীম হোসাইন বাবু, এবং সদস্য গোলাম আকবর মাসুদ। এছাড়া কমিউনিটির গণমাধ্যম ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের নতুন সরকারের উপর আগামী দিনের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে ছিলেন লুৎফর রহমান শাওন, ডঃ মাকসুদুল বারী, ডঃ মাহবুব আলম, তোজাম্মেল হক মুকুল, মাসুদ চৌধুরী, ডঃ মোশারেফ চৌধরী ও ফারুক কাদের। অনুষ্ঠানের সকল বক্তাই দিনটির তাৎপর্য্য তুলে ধরে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন। তারা সকলেই বিগত ২৯শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটের মহাবিজয়ে অভিনন্দন জানান। বক্তারা বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যা সহ সকল যুদ্ধাপোরাধীদের বিচার দাবী করেন এবং আশা প্রকাশ করেন এখন আর এই বিচার সম্পন্ন করার কোন বাধা থাকবে না। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরিষদের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ইফতেখার উদ্দিন ইফতু।

অনুষ্ঠানের দিত্বীয় পর্বে ইমদাদুল হকের পরিচালনায় দেশাত্ববোধক ও মনমুগ্ধ সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক সংগঠন লাল সবুজের শুভ্রা মুসতারী ও লুৎফা খালেদ, নিলুফার ইয়াসমিন এবং মাহমুদুল হক। সবশেষে সবাইকে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

আব্দুল জলিল
সভাপতি
বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া